চুয়াডাঙ্গায় ঢিলেঢালা লকডাউন

চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অবরুদ্ধ ঘোষণা করা হলেও তা কাউকে মানতে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লকডাউন ঘোষণার পর শুক্রবার সকাল থেকে চুয়াডাঙ্গা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় আগের মতোই চিত্র। মানুষ ঘরের বাইরে এসে ঘোরাঘুরি করেছেন। রাস্তায় ইজিবাইক ভ্যান রিকসা চলাচল করতে দেখা গেছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অবরুদ্ধ ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। প্রকাশ করা হয় গণবিজ্ঞপ্তি। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঝুঁকি ও বিস্তার প্রতিরোধের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করা হলো। লকডাউন সময়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়ক ও মহাসড়ক এবং নৌপথে অন্য কোনো জেলা হতে কেউ এ জেলায় প্রবেশ করতে পারবে না। এই জেলা হতেও কেউ অন্য জেলায় যেতে পারবে না। জেলার অভ্যন্তরে আন্তঃউপজেলা যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকবে।

এছাড়াও সকল প্রকার গণপরিবহণ বন্ধ থাকবে। জনচলাচল বন্ধ থাকবে। তবে, জরুরি পরিসেবা, চিকিৎসা সেবা, কৃষি পণ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরঞ্জাম সংগ্রহ ও পরিবহণ এবং ব্যাংকিং সেবা সীমিত পরিসরে চলবে।

শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই চলাচল করেছে। লকডাউনের কোনো নিয়মনীতি কাউকে মানতে দেখা যায়নি। এ অবস্থায় সকাল থেকে সড়কে পুলিশকে হ্যান্ড মাইকে লকডাউন প্রচারণা চালাতে দেখা যায় এবং জনগণকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নতুন ৬ জনকে শনাক্ত করা হয়। এর আগে চুয়াডাঙ্গায় শনাক্ত করা হয়েছিল ২ জনকে। এখন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট ৮ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

ভুয়া এনএসআই আটক

নিজেকে এনএসআই সদস্য পরিচয় দিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগে পুলিশ একরামুল হক (২৫) নামের এক যুবককে আটক করেছে। শুক্রবার সকাল ১১টায় সদর উপজেলার পিতম্বরপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। সে চুয়াডাঙ্গা শহরের মুক্তিপাড়ার আব্দুস সামাদের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ মোহাম্মদ ফখরুল আলম খান জানান, শুক্রবার সকালে একরামুল হক পিতম্বরপুর গ্রামে গিয়ে নিজেকে এনএসআই সদস্য হিসেবে পরিচয় দেয় এবং ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে। গ্রামবাসির মাধ্যমে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ একরামুল হককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ওসি জানান, একরামুল গ্রামের একটি দোকানে থাকা লোকদের মুখে কেন মাস্ক নেই বলে কৌফিয়ত চায় এবং টাকাপয়সা দাবি করে। এসময় গ্রামের লোকজন তার পরিচয় জানতে চায়। তখন সে নিজেকে এনএসআই সদস্য বলে পরিচয় দেয়। পরে গ্রামবাসি তাকে আটক করে পুলিশকে সংবাদ দেয়।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে সাবিনা খাতুন ছবি (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। কয়েক দিন আগে থেকে তিনি জ¦র, কাশি ও সর্দিতে আক্রান্ত ছিলেন। বুধবার রাতে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মৃতের বাড়ির আশপাশের পাঁচটি বাড়ি লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। রাতেই মৃতের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ। মৃত সাবিনা খাতুন ছবি উথলী গ্রামের রফিকুল ইসলামের স্ত্রী।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক জানান, করোনা উপসর্গ নিয়ে নারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বুধবার রাতেই তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আজ বৃহস্পতিবার যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ে স্থাপিত ল্যাবে সংগৃহীত নমুনা পাঠানো হবে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম জানান, করোনা সংক্রমণ সন্দেহে নিহতের বাড়িসহ আশপাশের পাঁচটি বাড়ি লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে নিহতের সংস্পর্শে আসা সবাইকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে ৬ জনের করোনা শনাক্ত

চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে আরো ৬ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন ঢাকা এবং একজন খুলনা থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন। অন্যজন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স। বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএফ মারুফ হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মোট শনাক্ত হলো ৮ জন। এর মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন জানান, প্রতিদিনই চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা জীবাণু বহনকারী সন্দেহে একাধিক ব্যক্তির শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার যে রিপোর্ট এসেছে তাতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের একজন সিনিয়র স্টাফ নার্স, আলমডাঙ্গার ৪ জন ও সদর উপজেলা এলাকার আরো একজনসহ মোট ৬ জন নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং তিনজন নারী। যাদের মধ্যে ২০-৩০ বছর বয়সের তিনজন, ৩১-৪০ বছর বয়সের দুইজন এবং ৪১-৫০ বছর বয়সের একজন রয়েছেন।

করোনা ভাইরাস: চুয়াডাঙ্গায় রিকশা, ইজিবাইকসহ সব অবৈধযান চলাচল নিষিদ্ধ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা করতে চুয়াডাঙ্গায় রিকশা, ইজিবাইকসহ সকল প্রকার অবৈধ যানবাহন শহরে চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে জেলা প্রশাসন। সোমবার রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশ জারি করা হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় গণ-উপদ্রব রোধকল্পে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ১৩৩ ধারা মোতাবেক জনস্বার্থে সকল প্রকার রিকশা, ইজিবাইকসহ সকল প্রকার অবৈধ যানবাহন শহরে চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো। গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এবং পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী ও আনসারসহ সকল প্রকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই জেলার মধ্যে জরুরী যানবাহন ছাড়া সব ধরনের বৈধ যানবাহন চলাচলও বন্ধ করা হয়েছে।

ঢাকায় নমুনা দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ফিরে জানতে পারেন করোনা আক্রান্ত

কিডনী জটিলতার কারণে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় যান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের ৬৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি। ঢাকায় কিডনির

চিকিৎসা চলাকালিন সময়ে করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য নমুনা নেওয়া হয়। কিন্তু রিপোর্ট আসার আগেই তিনি ফিরে আসেন নিজ গ্রাম চুয়াডাঙ্গার বেগমপুরে। পরে জানতে পারেন তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত।

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের পারিবারিক সূত্র জানায়, গত ২৯ মার্চ তিনি কিডনী জটিলতায় অসুস্থ হন। ২ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে চিকিৎসা নিয়ে নিজ বাড়ি চুয়াডাঙ্গার বেগমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। ৬ এপ্রিল তিনি আরো বেশি অসুস্থ হন এবং তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে তিনদিন ভর্তি ছিলেন তিনি। এখান থেকে তাঁকে ঢাকা কিডনী হাসপাতালে রেফার করা হয়। দেশের পরিস্থিতির কারণে ওইসময় তাঁকে ঢাকায় নেওয়া যায়নি।

পরে ১২ এপ্রিল ঢাকায় নিয়ে ১৩ এপ্রিল ঢাকা কিডনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্দেহজনক হওয়ায় পরে আইইডিসিআরের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা ১৫ এপ্রিল করোনা টেস্টের জন্য স্যাম্পল কালেকশন করেন। ওইসময় তিনি বেশ সুস্থ। ১৮ এপ্রিল কিডনী হাসপাতাল থেকে তিনি ফিরে আসেন চুয়াডাঙ্গার নিজ বাড়িতে। গত ২০ এপ্রিল ঢাকা থেকে ফোনে জানানো হয় তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবির জানান, ২০ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকেই বেগমপুর গ্রামের ওই ব্যক্তির বাড়িসহ প্রতিবেশিদের সব বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি কিডনী জটিলতায়ও ভুগছেন। তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দেওয়া হবে নাকি ঢাকার পাঠানো হবে তা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

তিনি জানান, এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় করোনাভাইরাস শনাক্ত হলো দুজন।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা ব্যবসায়ীর এক বছরের কারাদন্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় এক গাঁজাব্যবসায়ীর এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সোমবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ড দেন। দণ্ডিত বকুল হোসেন (৪০) উপজেলার বড়পুটিমারী গ্রামের আবদুল মান্নানের ছেলে। পুলিশ একটি গাঁজার গাছসহ সকালে তাকে আটক করে।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের আইসি এসআই রকি মণ্ডল সোমবার সকালে বড়পুটিমারী গ্রামের একটি পানবরজ থেকে গাঁজাগাছসহ আটক করে বকুলকে। পরে বেলা ১১টার দিকে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. লিটন আলী। মাদক আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাদকব্যবসায়ী বকুলকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

জীবননগরে বিজিবির সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে এক মাদকব্যবসায়ী নিহত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিজিবির সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে জসিম মন্ডল
(৩৫) নামে এক মাদকব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। রবিবার দিনগত রাত একটার দিকে জীবননগরের সীমান্তবর্তি নতুনপাড়া গ্রামে এ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। নিহত জসিম জীবননগরের সদরপাড়া গ্রামের করিম মন্ডল ছেলে। এ ঘটনায় বিজিবির দুই সদস্য আহত হয় বলে জানায় পুলিশ।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিজিবির বরাত দিয়ে জানান, রবিবার রাতে সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় ফেনসিডিলসহ জসিমকে আটক করে বিজিবি। এসময় তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরো

ফেনসিডিল উদ্ধারে গেলে পূর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা জসিমের সহযোগিরা বিজিবি সদস্যদের উপর হামলা করে। তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে বিজিবির দু’সদস্য জখম করে। এসময় উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান জসিম। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

এ ঘটনায় ৫৮ বিজিবির ল্যান্স নায়েক হামিদুর রহমান জীনননগর থানায় একটি লিখিত এজাহার দাখিল করেছেন। মাদকব্যবসায়ীদের হামলায় বিজিবির ল্যান্স নায়েক মো. মহিউদ্দিন ও সিপাহী আব্দুল আলিম জখম হয়েছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পানিতে ডুবে মৎস্যজীবির মৃত্যু

সেউটিয়া নদীর পানিতে ডুবে ইরাজ আলী (৬০) নামের একজন মারা গেছেন। নিহত ইরাজ উদ্দীন মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের শেখপাড়া এলাকার মৃত আবু তাহেরের ছেলে।

আজ শনিবার সাড়ে ৫ টার দিকে সেউটিয়া নদীর হিজুলীয়া গ্রাম এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

নিহত ইরাজ উদ্দীনের ছেলে কামাল হোসেন জানান, বাবা সকালের দিকে জাল দিয়ে মাছ ধরার পর স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে আবারো দুপুরের দিকে মাছ ধরতে যান।কোনো এক সময় টিনের তৈরী ডোঙার উপর থেকে পানিতে পড়ে মারা যান তিনি।

পরিবারের লোকজন প্রথম দিকে সে বাজারে মাছ বিক্রি করছেন এমনটি ভেবে খোঁজ নেয়নি। সন্ধ্যার দিকে তাকে খোঁজা খুজির এক পর্যায়ে হিজুলীয়া গ্রাম এলাকায় তার ব্যবহৃত ডোঙাটি দেখতে পাওয়া যায়। পরে স্থানীয়রা পানিতে নেমে খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে নৌকার নিচ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের খাদ্য সামগ্রী দর্শনা থানার ওসিকে হস্তান্তর

করোনা ভাইরাসের প্রদুর্ভাবে দর্শনা সারা দেশে লকডাউন চলছে। ফলে ভ্যান চালক, অটোরি·◌া চালক ছোট ব্যবসায়ী, চায়ের দোকানদার এবং দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের লোকজন বিপাকে পড়েছে।
এ সংকটময় মুহুর্তে দর্শনা থানা পুলিশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান ও নিজ উদ্যোগে সহায়তা নিয়ে এসব পরিবারকে খাদ্য
উপহার দিয়ে যাচ্ছে।
গতকাল বিকাল ৫টার দিকে এ অঞ্চলের সকলের প্রিয় প্রতিষ্ঠান ওয়েভ ফাউন্ডেশন ৪৩টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমানের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। এর মধ্যে ছিলো চাল, আলু, পিয়াজ, সোয়বিন তেল, ডাল, ও সাবান।
এসব খাদ্য উপহার তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ১
নং রিজিওনাল ম্যানেজার জিল্লুর রহমান যুদ্ধ, প্রকল্প সমš^য়কারী কিতাব
আলী, মানব সম্পদ বিভাগের হাসমত কবির, কামরুজ্জামান যুদ্ধ ও মাহাবুবুর রহমান মুকুল।